সূচিপত্র

❐ প্রসঙ্গ কথা ৫

❐ আল–কুরআনে দু'আ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী ৮

❐ আল–হাদীসে দু'আ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.)–এর বাণী ১০

❐ সাইয়েদুল ইসতিগফার–ক্ষমা প্রার্থনার সর্বশ্রেষ্ঠ দু'আ ও অন্যান্য তওবা ২৭

❐ মনের কুমন্ত্রণা, কুচিন্তা ও ক্রোধ দূরীকরণে আল্লাহর নিকট পানাহ–আশ্রয় প্রার্থনা ৩৫

❐ নামাযে আল্লাহ তা'আলার নিকট বিভিন্ন বিষয় থেকে পানাহ–আশ্রয় প্রার্থনা ৩৬

❐ সূরা আন–নাস ও সূরা আল–ফালাক দ্বারা বিভিন্ন ক্ষতি থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ–আশ্রয় প্রার্থনা ৪৭

❐ ৪/৫টি খুবই ভয়ানক বিষয় থেকে আত্মরক্ষার্থে আল্লাহর নিকট পানাহ আশ্রয় প্রার্থনা ৫২

❐ ঋণ ও দরিদ্র্যতার অভিশাপ থেকে মুক্তিতে আল্লাহর নিকট পানাহ–আশ্রয় প্রার্থনা ৫৬

❐ কঠিন বিপদ–মুসিবত থেকে মুক্তিতে আল্লাহর নিকট পানাহ–আশ্রয় প্রার্থনা ৬২

❐ ভাল নিয়ামতের অপসারণ রোধে আল্লাহর নিকট পানাহ–আশ্রয় প্রার্থনা ৬৬

❐ কু–প্রবৃত্তি ও যাবতীয় অনৈতিক কার্যকলাপ হতে আল্লাহর নিকট পানাহ–আশ্রয় প্রার্থনা ৬৬

❐ যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়নরত অবস্থায় মৃত্যু থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ–আশ্রয় প্রার্থনা ৭২

❐ সমস্ত সৃষ্টির অনিষ্ট হতে আল্লাহ তা'আলার নিকট পানাহ–আশ্রয় প্রার্থনা ৭৪

❒ কোন সম্প্রদায় কিংবা শত্রু থেকে বিপদের আশঙ্কায় আল্লাহর নিকট পানাহ–আশ্রয় প্রার্থনা ৭৫
❒ গর্ব–অহংকারের ক্ষতি থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ–আশ্রয় প্রার্থনা ৭৮
❒ মানুষের আধিপত্য বিস্তার থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ–আশ্রয় প্রার্থনাা ৭৮
❒ ছোট কিংবা বড় শিরক করা থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ–আশ্রয় প্রার্থনা ৮০
❒ ঘরের বাইরের যাবতীয় বিপদ থেকে রক্ষার্থে আল্লাহর নিকট পানাহ আশ্রয় প্রার্থনা ৮১
❒ মজলিস শেষে উঠার পূর্বে ক্ষমা চেয়ে আল্লাহর নিকট পানাহ–আশ্রয় প্রার্থনা ৮২
❒ ঘুমানোর সময়, খারাপ স্বপ্ন দেখে শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ–আশ্রয় প্রার্থনা ৮৪
❒ লাইলাতুল কদর–এ গুনাহ মাফের জন্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ৮৭
❒ টয়লেটে প্রবেশ ও বের হতে শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ আশ্রয় প্রার্থনা ৮৭
❒ জ্বরসহ সকল ধরনের রোগ ও ব্যথা থেকে মুক্তিতে আল্লাহর নিকট পানাহ–আশ্রয় প্রার্থনা ৮৯
❒ কবরস্থান অতিক্রমকালে নিজ ও কবরবাসীর জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ৯৩
❒ প্রবল বায়ু, মেঘ, কুকুর ও গাধার ডাক শুনে আল্লাহর নিকট পানাহ আশ্রয় প্রার্থনা ৯৪
❒ সফরের ক্লেশ ও ক্লান্তি থেকে মুক্তিতে আল্লাহর নিকট পানাহ–আশ্রয় প্রার্থনা ৯৬
❒ গ্রন্থপঞ্জি ১০২

প্রসঙ্গ কথা

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ. رَبِّ اَوْزِعْنِىْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَصْلِحْ لِىْ فِىْ ذُرِّيَّتِىْ اِنِّىْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَاَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ. اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ. اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّىْ لَا اُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا.

আল্লাহ তা'আলা প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ.)-কে নবীরূপে প্রেরণ করে মানুষকে হেদায়েতের পথে চলার জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূল ও তাঁদের উপর আসমানী সহিফা-কিতাব নাযিল করেন। সেই নবী-রাসূল প্রেরণের পরম্পরায় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বশেষ নবী ও রাসূল। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর জীবদ্দশায় ও তাঁর উম্মতকে শিখানোর জন্য বিভিন্ন বিষয়ে যেমন: শয়তানের যাবতীয় হিংসাত্মক আচরণ থেকে, দুনিয়াবী বিভিন্ন শারীরিক, মানসিক, আর্থিক ক্ষতি থেকে রক্ষার্থে, কবর, দাজ্জাল ও জাহান্নামের আগুনের ফিতনা থেকে নিরাপত্তায় আল্লাহ্র দরবারে বিভিন্নভাবে পানাহ-আশ্রয় প্রার্থনা ও তওবা করেছেন। তাঁর মুখ নিঃসৃত এসব দু'আ ও তওবার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনসহ দুনিয়া-আখিরাতের কামিয়াবী ও তাকদীরের সকল বিপদ-আপদ মোকাবেলা করে পূর্ণ ঈমানসহ হেদায়েতের পথে অটল-অবিচল থাকতে পারি, কেননা আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ ছাড়া তাকদীর পরিবর্তনের

অন্য কোন উপায় নেই [জামে আত-তিরমিযী-৪র্থ খণ্ড, আবওয়াবুল ক্বদর-তাকদীর বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-২০৮৬ ও সুনান ইবনে মাজা-১ম খণ্ড, মুকাদ্দিমা (ভূমিকা) অধ্যায়, হাদীস নং-৯]। এছাড়াও এসব দু'আর সমকক্ষ কিংবা বিকল্প কোন দু'আ নেই এবং এসব দু'আ আমাদের হৃদয়ে সর্বদা ঈমান ও তাকওয়া বৃদ্ধি করতে সক্ষম। দু'আ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার বিভিন্ন বাণী ও আল-হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উল্লেখিত বাণীসমূহ পড়লেও দু'আর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুমেয় হবে।

যুগে যুগে মুশরিক ও ধর্মান্ধ চালাক-চতুর লোকেরা সাধারণ মানুষকে বুঝিয়েছিল যা আমাদের বর্তমান সমাজেও বিদ্যমান রয়েছে-তা হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র দরবার সাধারণ মানুষের নাগাল থেকে অনেক দূরে, ফলে তাঁর দরবারে সরাসরি সকল মানুষের আর্জি-প্রার্থনা পৌঁছা অসম্ভব, আর পৌঁছাই যখন অসম্ভব তখন তাঁর নিকট থেকে প্রার্থিত বস্তুর প্রাপ্তি তো কখনই সম্ভব হতে পারে না—যতক্ষণ পর্যন্ত না পাক-পবিত্র কিছু রূহের অসিলা তালাশ করা না হয় কিংবা তাদের নির্দেশিত পন্থায় খেদমত করা না হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর আল-কুরআনে এসব কূট-কৌশলীদের মস্তবড় খাড়াকৃত শৃঙ্খল চূর্ণ করে বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন ঃ 'আমি তোমাদের খুবই নিকটে এবং তোমাদের প্রার্থনা শুনি ও তার জবাব দানকারী। তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো'। (সূরা ২ আল-বাকারা : ১৮৬, সূরা ১১ হূদ : ৬১, সূরা ১৪ ইব্রাহীম : ৩৯, সূরা ৪০ আল-মু'মিন : ৬০) এক্ষেত্রে আমরা যেন আল্লাহকে পেতে কিংবা তাঁর নিকট কিছু প্রার্থনায় মূর্খতা, ধর্মান্ধতার ঈমানহারা চোরা গলিপথে না যাই, বরং আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশমত তাঁকে আমাদের প্রকৃত ওলী, সাহায্যকারী, পৃষ্ঠপোষক, অভিভাবক, পথ-প্রদর্শক ও কর্মবিধায়ক-উকিল হিসেবে গ্রহণ করে (সূরা ২ আল-বাকারা : ১০৭, ২৫৭, সূরা ৩ আলে-ইমরান : ১৭৩, সূরা ৪ আন-নিসা : ৪৫, সূরা ৮ আনফাল : ১০, সূরা ৯ তওবা : ১১৬, সূরা ১২ ইউসুফ : ১০১, সূরা ১৮ আল-কাহাফ : ২৬, সূরা ২২ আল-হাজ্জ : ৭৮, সূরা ২৫ আল-ফুরকান : ৩১, সূরা ৪৭ মুহাম্মদ : ১১ ও সূরা ৭৩ মুয্যাম্মিল : ৯) সরাসরি দিনের আলোতে কিংবা রাতের আঁধারে একান্ত নিভৃতে আমরা তাঁর সাথে কথা বলি এবং আমাদের নিবেদন পেশ করি, যেহেতু তিনিই সরাসরি তাঁর প্রত্যেক বান্দার প্রার্থনার জবাব দান করেন। নবী-রাসূলগণ (আ.) পৃথিবীর সকল মানুষকে সকল বিষয়ের প্রার্থনায় তাই সরাসরি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনায় উৎসাহ ও নির্দেশনা প্রদান করতেন। এছাড়াও ক্ষণস্থায়ী আমাদের এ জীবনে আমরা কতটুকুই বা ইবাদত বন্দেগী করতে পারি। সেই

ইবাদতও যদি 'ইত্তেবায়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)' ছাড়া হয়ে বাতিল হয়ে যায়-তবে তা হবে আমাদের জন্য চরম দুর্ভাগ্যের বিষয়। কেননা সবসময় মনে রাখতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যথাযথ অনুসরণই আমাদের যাবতীয় ইবাদত কবুলের অন্যতম মানদণ্ড।

পরিশেষে স্মরণ করাতে চাই যে, নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ নিঃসৃত এসব পানাহ-আশ্রয় ও তওবার চেয়ে উত্তম শব্দে, ভাষায়, আকুতিতে ও হৃদয় নিংড়ানো কোন প্রার্থনা পৃথিবীতে আর কারো পক্ষ থেকে সম্ভব নয়। কেননা তাঁর চেয়ে আল্লাহকে বেশী স্মরণকারী, বেশী ভয়কারী, দায়িত্বপালনকারী, সবরকারী কিংবা আল্লাহর মকবুল ভালবাসার পাত্র আর কেউ হতে পারেনি এবং পারবে না। তাই আসুন, আমরা সকলে সহীহ আল-হাদীসের এসব আরবী দু'আর মাধ্যমে কিংবা বাংলায় এসব দু'আর অর্থ বুঝে দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় অকল্যাণ, অনিরাপত্তা ও ক্ষতিকর বিষয়সমূহ হতে বিশেষভাবে ভীরুতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, দরিদ্রতা, ঋণগ্রস্ততা, জীবন-মৃত্যুর কষ্ট, শয়তান, কবরের আযাব, দাজ্জালের ফিতনা ও জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতিতে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রতিনিয়ত পানাহ-আশ্রয় প্রার্থনা করি। এ সংকলনে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সরাসরি সিহাহ সিত্তা'র হাদীসের মাধ্যমেই পানাহ-আশ্রয় চাওয়ার বিষয়গুলো হাদীসের রেফারেন্স ও নম্বরসহ এনেছি। 'আল্লাহ তা'আলার নিকট বিভিন্ন কল্যাণ ও সাহায্য প্রার্থনা' শীঘ্রই এ শিরোনামে আলাদা একটি সংকলন বের করা হবে-ইনশা-আল্লাহ। সাগ্রহে একটি বিষয়ের উল্লেখ করছি যে, আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকলেও আমার পাঠকদের সকলের নিকট গিয়ে আরবীতে এসব দু'আর উচ্চারণ শেখানো সম্ভব নয় বিধায় বাংলায় এসব দু'আর উচ্চারণ লিখে দিলাম। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাঁর প্রিয় বান্দাদের মধ্যে কবুল করুন এবং দুনিয়ায় মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু-শয়তানের কুমন্ত্রণা ও যাবতীয় ফিতনা থেকে আমাদেরকে হেফাযতে রেখে কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ (সা.) ও আল-কুরআনের সুপারিশসহ তাঁর সন্তুষ্টির মাধ্যমে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন, আমীন।

মো. আব্দুর রহীম খান
১৫ রমাযান ১৪৩৫ হিজরী
১৪ জুলাই ২০১৪ ঈসায়ী